হনুমান চালিশা বাংলায়

পিডিএফ

হনুমান চালিসার লিরিক্স পিডিএফ

ঐশ্বরিক শুরু

সূত্র: তুলাসুদাস

পদ্য	অর্থ
(1)	
শ্রী গুরু চরণ সরোজ রাজ, নিজ মানে মুকুরে সুধারী **বরনৌঁ রঘুবর বিমল জাসু, জো দায়াকু ফল চরি।**	আমার গুরুর পায়ের ধুলো দিয়ে, আমি আমার মনের আয়না পরিষ্কার করি এবং ভগবান রামের পবিত্র মহিমা গাই, যা জীবনের চারটি ফল প্রদান করে: ধর্ম *(ধার্মিকতা)*, অর্থ *(ধন)*, কাম *(ইচ্ছা)* এবং মোক্ষ *(মুক্তি)*।
(2)	
বুদ্ধী হেন তনু জানিকে, সুমিরাউ পবন-কুমার **বাল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহি, হরহু কালেশ বিকার**	আমার বুদ্ধির অভাব আছে জেনে, আমি বাতাসের পুত্রকে স্মরণ করি। দয়া করে আমাকে শক্তি, প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করুন এবং আমার সমস্ত দুঃখ এবং অশুচিতা দূর করুন।
(3)	
জয় হনুমান জ্ঞান গুন সাগর **জয় কপিস তিহুঁ লোক উজাগর।**	জ্ঞান ও গুণের সাগর হনুমানের জয় হোক। ত্রিলোক জুড়ে পরিচিত বানরের প্রভুর জয় হোক।
(4)	
রাম দূত অতুলিত বল ধামা **অঞ্জনী-পুত্র পবন সুত নামা**	তুমি অতুলনীয় শক্তির আবাস ভগবান রামের দূত, অঞ্জনীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী এবং বায়ুপুত্র হিসেবে পরিচিত।
(5)	
মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী **কুমতি নিবারণ সুমতি কে সঙ্গী**	হে মহাশক্তিশালী বীর, সাহসে পূর্ণ, যার দেহ বজ্রের মতো শক্ত। তুমি অশুভ চিন্তা দূর কর এবং সৎ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ দাও।
(6)	
কাঞ্চন বর্ণ বিরাজ শুভেশা **কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশ।**	তোমার সোনালী রঙের শরীর অত্যন্ত মনোমুগ্ধকরভাবে অলংকৃত। তুমি কানের দুল পরেছ এবং তোমার চুল কোঁকড়ানো ও সুন্দর।

(7)

হাতে বজ্র ও পতাকা শোভা পায়
কাঁধে মুঞ্জের জেনেউ সাজে

এক হাতে তুমি বজ্রধারণ করেছ, আর অন্য হাতে একটি পতাকা। ঘাস দিয়ে তৈরি একটি পবিত্র জজবা তোমার কাঁধে শোভা পাচ্ছে।

(8)

শঙ্কর সুভন কেশরী নন্দন
তেজ প্রতাপ মহা জগ বন্দন

তুমি ভগবান শিবের অবতার এবং কেশরীর পুত্র। তোমার দীপ্তি ও মহিমা সারা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত।

(9)

বিদ্যাবান গুণী অতিশয় চতুর
রামের কাজ করতে সর্বদা আগ্রহী

আপনি জ্ঞানী, ধর্মপরায়ণ এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সর্বদা প্রভু রামের কাজ সম্পাদনে আগ্রহী।

(10)

প্রভু চরিত্র শুনিবারে কো রসিয়া
রাম লক্ষণ সীতা মন বসিয়া

তুমি প্রভু রামের পবিত্র কাহিনী শুনতে ভালোবাসো। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা তোমার হৃদয়ে বাস করেন।

(11)

সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে সিয়াকে দেখালেন,
ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে লঙ্কা জ্বালিয়ে দিলেন।

তুমি সীতার সামনে ছোট আকারে উপস্থিত হয়েছিলে। পরে, তুমি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে লঙ্কা পুড়িয়ে দিয়েছিলে, তুমি ছোট থেকে বড় আকারে রূপান্তরিত হয়েছিলে।

(12)

ভীম রূপ ধারণ করে অসুরদের সংহার করেন
রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন করেন

আপনি দৈত্যদের ধ্বংস করার জন্য বিশাল রূপ ধারণ করেছিলেন এবং প্রভু রামের লক্ষ্য পূরণ করেছিলেন।

(13)

লায়ে সঞ্জীবন লক্ষণ জিয়ায়ে
শ্রীরঘুবীর হর্ষি উর লায়ে

তুমি সঞ্জীবনী ঔষধ নিয়ে এসে লক্ষ্মণকে জীবিত করেছিলে। প্রভু রাম আনন্দের সাথে তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

(14)

রঘুপতি কেনই বহু বড়াই
তুমি মামা প্রিয়, ভারত-হি সম ভাই

প্রভু রাম আপনাকে অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আপনি আমার ভাই ভরত-এর মতোই প্রিয়।"

(15)

সহস বদন তোমার যশ গায়,
এই বলে শ্রীপতি গলায় জড়ায়।

হাজার হাজার মুখ তোমার মহিমা গেয়ে ওঠে, বললেন ভগবান বিষ্ণু, যখন তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করলেন।

(16)

সঙ্কাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশ
নারদ সরদসহিত অহীশ

সনক, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋষি, নারদ, সরস্বতী এবং নাগরাজ আপনার প্রশংসা গেয়ে থাকেন।

(17)

যম, কুবের, দিকপাল যেখানে
কবি ও জ্ঞানী বলতে পারে কোথা থেকে

যম *(মৃত্যুর দেবতা)*, কুবের *(ধনের দেবতা)* এবং দিকপালরা পর্যন্ত তোমার প্রশংসা করেন। কবি ও পণ্ডিতরা তোমার মহিমা বর্ণনা করতে অক্ষম।

(18)

তুমি উপকার করেছো সুগ্রীবকে,
রাম তাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আপনি সুগ্রীবকে প্রভু রামের সাথে দেখা করতে এবং তার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন।

(19)

তোমার মন্ত্র বিভীষণ মানল
লঙ্কেশ্বর হলো, সবাই জানল

বিভীষণ আপনার পরামর্শ অনুসরণ করে লঙ্কার রাজা হন, যা সারা বিশ্বে পরিচিত।

(20)

যুগ সহস্র যোজন পর ভানু
লীলিয়ো তাহি মধুর ফল জানু

তুমি হাজার মাইল পেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে এবং সূর্যকে গিলে ফেললে, ভেবে নিয়েছিলে এটি একটি মিষ্টি ফল।

(21)

প্রভু মুদ্রিকা মেলে মুখে মাহী
সমুদ্র লঙ্ঘন করলেন, আশ্চর্যের কিছু নেই

আপনি প্রভু রামের আংটি আপনার মুখে রেখেছিলেন এবং মহাসাগর অতিক্রম করেছিলেন। এটি আপনার মহত্ত্বের জন্য কোনও অলৌকিক ঘটনা ছিল না।

(22)

দুর্গম কাজ জগৎ কে জিতে
সহজ অনুগ্রহ তোমার তেতে

জগতের সমস্ত কঠিন কাজ আপনার কৃপায় সহজ হয়ে যায়।

(23)

রাম দ্বারে তুমি রক্ষাকর্তা
তোমার অনুমতি ছাড়া কিছুই ঘটে না

তুমি প্রভু রামের দরজার প্রহরী। তোমার অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

(24)

সব সুখ লাভ করে তোমার শরণে,
তুমি রক্ষক, কারো ভয় করার কিছু নেই।

সমস্ত সুখ আপনার সুরক্ষায় খুঁজে পাওয়া যায়। যাঁদের আপনি সুরক্ষা দেন, তাঁদের কোনো ভয় থাকে না।

(25)

আপনার তেজ নিজেই সংযত করুন,
তিনটি লোক কাঁপতে থাকে আপনার হুঙ্কারে।

তোমার বিশাল শক্তি শুধুমাত্র তোমার নিয়ন্ত্রণে। তোমার গর্জনে তিনটি জগতই কেঁপে ওঠে।

(26)

ভূত পিশাচ কাছে আসে না
যখন মহাবীরের নাম শোনা যায়

তোমার নাম উচ্চারণ করলে ভূত ও অশুভ আত্মারা কাছে আসে না।

(27)

Naasaye rog hare sab peera
Japat nirantar Hanumat beera

তুমি তাদের রোগ ও কষ্ট ধ্বংস কর যারা তোমার নাম নিরন্তর জপ করে।

(28)

সঙ্কট থেকে হনুমান মুক্তি দেন
মন, কর্ম ও বাক্যে যিনি ধ্যান করেন

আপনি তাদের সমস্যামুক্ত করেন যারা চিন্তা, কথা এবং কর্মে আপনাকে স্মরণ করে।

(29)

সবের উপরে আছেন তপস্বী রাজা রাম,
তাঁর সকল কাজ তুমি সম্পন্ন কর।

প্রভু রাম সমস্ত তপস্বীদের রাজা। আপনি তার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন।

(30)

যে কেউ এই মনোকামনা করে, সে
অমৃতময় জীবনের ফল লাভ করে।

যারা তাদের ইচ্ছাগুলো তোমার কাছে নিয়ে আসে, তারা জীবনে অপরিসীম পুরস্কার পায়।

(31)

চার যুগ জুড়ে তোমার প্রভাব,
তোমার আলোয় জগৎ প্রসিদ্ধ।

তোমার মহিমা চার যুগ জুড়ে উজ্জ্বল। তোমার নামে পুরো বিশ্ব আলোকিত।

(32)

সাধুসন্তকে তুমি রক্ষাকর্তা
অসুর নিধন রাম দুলারা

তুমি সাধু ও ঋষিদের রক্ষা কর এবং অসুরদের ধ্বংস কর। তুমি ভগবান রামের অত্যন্ত প্রিয়।

(33)

অষ্ট সিদ্ধি নর নিধির দাতা
অশীষ দিন জনকী মাতা

তুমি আটটি সিদ্ধি *(অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা)* এবং নয়টি ধন প্রদান কর। মা সীতা তোমাকে এই বর প্রদান করেছিলেন।

(34)

রাম রসায়ন তোমার কাছে
সদা থাকো রঘুপতির দাস।

তোমার কাছে প্রভু রামের প্রতি ভক্তির অমৃত রয়েছে। তুমি সর্বদা তাঁর বিশ্বস্ত সেবক হয়ে থাকো।

(35)

তোমার ভজন রামের কাছে পৌঁছায়
জন্ম জন্মের দুঃখ ভুলায়

তোমার প্রশংসা গাওয়ার মাধ্যমে, মানুষ ভগবান রামের কৃপা লাভ করে এবং বহু জন্মের দুঃখ ভুলে যায়।

(36)

অন্ত কালে রঘুবরপুরে যাই
যেখানে জন্মে হরি ভক্ত বলা হয়

জীবনের শেষে, যে তোমার পূজা করে, সে রামের বাসস্থানে যাবে এবং আবার তার ভক্ত হিসেবে জন্ম নেবে।

(37)

অন্য দেবতাদের প্রতি মনোযোগ দিও না,
হনুমানই সমস্ত সুখ প্রদান করেন।

অন্যান্য দেবতাদের পূজা করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র হনুমানের পূজাই সমস্ত সুখ প্রদান করে।

(38)

সংকট কাটে, মেটে সব পীড়া
যে স্মরণ করে হনুমান বলবীর।

যারা মহাবলী হনুমানকে স্মরণ করেন, তাদের সকল দুঃখ শেষ হয় এবং যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

(39)

জয় জয় জয় হনুমান গোসাঁই
গুরুদেবের মতো করুণা করুন

বিজয়, বিজয়, বিজয় হোক তোমার, হে হনুমান*!* আমাদের প্রতি সত্যিকারের গুরুর মতো করুণা প্রদর্শন কর।

(40)

যে সাতবার পাঠ করে,
বন্ধন মুক্ত হয় এবং মহাসুখ লাভ করে।

যে কেউ এই চালিসা ১০০ বার পাঠ করে, সে বন্ধন থেকে মুক্তি পায় এবং মহান সুখ উপভোগ করে।

শেষ স্তবক (ফল শ্রুতি):

যে এই হনুমান চল্লিশা পাঠ করে
সে সিদ্ধি লাভ করে, সাক্ষী হলেন গৌরীশ।

যে ব্যক্তি হনুমান চালিসা পাঠ করে, সে আধ্যাত্মিক সাফল্য অর্জন করে। স্বয়ং ভগবান শিব এই সত্যের সাক্ষী।

তুলসীদাস বলেছেন:

তুলসীদাস সদা হরি চেরা
কীজো নাথ হৃদয়ে মেরা

তুলসীদাস ঘোষণা করেন যে তিনি সর্বদা প্রভু হরির *(রাম)* সেবক। হে হনুমান, দয়া করে আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

সমাপ্তি স্তবক:

পবন তনয় সংকট হরণ, মঙ্গল মূর্তি রূপ
রাম লক্ষণ সীতা সহিত, হৃদয়ে বসহু সুর ভূপ

হে বায়ু-পুত্র, সকল সমস্যার নাশকারী, আশীর্বাদের মূর্তিস্বরূপ — রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার সাথে আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

READ MORE BLOGS